সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

গবেষণা সিরিজ-১৮

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-1382-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৪
ষষ্ঠ সংস্করণ : মার্চ ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮৫ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৬
৭	সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহের কুফল	২৭
৮	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৯
৯	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩৩
১০	কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি	৩৭
১১	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানা বা বের করার উপায়সমূহ	৩৯
১২	পদ্ধতি, একক বা মাপযন্ত্রের নাম জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪১
১৩	মাপের যোগফল জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪১
১৪	মাপের ভিত্তিতে দেওয়া পুরস্কার ও শাস্তির ধরন জানার মাধ্যমে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৮
১৫	সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জের অনুষ্ঠানের শিক্ষা থেকে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানা	৫৭
১৬	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে সামগ্রিক চূড়ান্ত তথ্য	৫৮

১৭	যুগের জ্ঞানের আলোকে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি	৫৯
১৮	যুগের জ্ঞানের আলোকে সাওয়াব ও গুনাহর হিসাব এবং সে হিসাব সংরক্ষণের মূল পদ্ধতি	৬১
১৯	সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত অসতর্ক ধারণার উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা	৬৩
	যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে	৬৩
	কিছু বর্ণনা যা রসূল (স.)-এর হাদীস বলে চালু আছে এবং সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতির বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে	৬৯
২০	শেষ কথা	৮৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمَٰنِ الرَّحِيۡمِ

সারসংক্ষেপ

শেষ বিচারের দিন সাওয়াব ও গুনাহ মাপা বা হিসাব করা হবে। পরকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটির একটি হলো সাওয়াব ও গুনাহর হিসাব নেওয়া। বাকি দুটো হলো– শাফায়াত এবং জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি। এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে বন্যা দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো– এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে চালু হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। এ সকল কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালীন জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতভাবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমলনামায় একটিও কবীরা (বড়ো) গুনাহ থাকলে সকল সাওয়াবের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া ভুল বা মিথ্যা কথাগুলোর অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًاۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْۚۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِيۡلِ ۙ لَاَخَذۡنَا مِنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ ۖ فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡهُ حَاجِزِيۡنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

---

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ‘ইলহাম’ তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা ‘ইলহাম’ নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা‘য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنۡدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الۡبُكۡمُ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡقِلُوۡنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. ... .

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্‌সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (শিক্ষণীয় বিষয়) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে ‘ইজমা’ (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো−

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

শেষ বিচারের দিন সাওয়াব ও গুনাহ মাপা বা হিসাব করা হবে। এটি পরকালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়টির জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে মহামারি দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো– এ বিষয়টি সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। এটির কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালীন জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হবে। সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া মিথ্যা কথাগুলোর অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

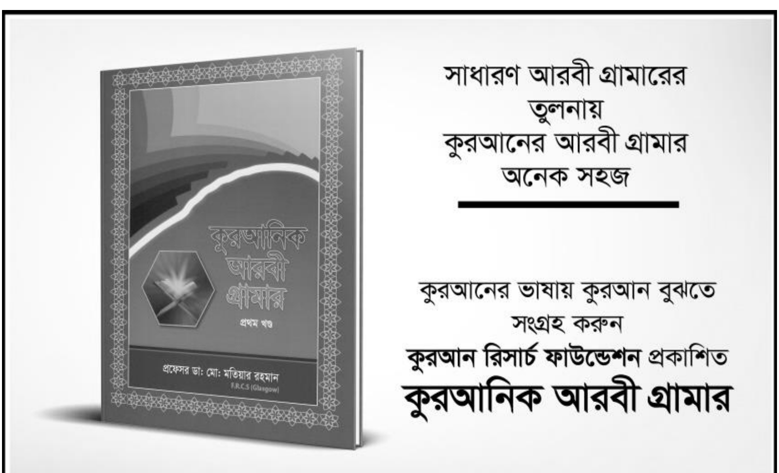

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি এবং সে মাপের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি তথা জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়া সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান ধারণাসমূহ হলো–

১. সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের (Weight) ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায়। এক পাল্লায় সাওয়াব এবং অন্য পাল্লায় গুনাহ উঠিয়ে মাপ দেওয়া হবে।

২. বড়ো (কবীরা) সাওয়াব ও বড়ো গুনাহের ভর বেশি এবং ছোটো (ছগীরা) সাওয়াব ও ছোটো গুনাহর ভর কম।

৩. পরকালে সামান্য ভরের সাওয়াবের জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং সামান্য ভরের গুনাহের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

৪. ছোটো-বড়ো সকল সাওয়াব দাঁড়িপাল্লার এক পাশে এবং ছোটো-বড়ো সকল গুনাহ অপর পাশে উঠিয়ে মাপ দেওয়া হবে। যার সাওয়াবের পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে। আর যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামে যাবে।

৫. গুনাহর পাল্লা ভারী হওয়ার জন্য জাহান্নামে যাওয়া লাগলেও যাদের ঈমান আছে তারা কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর কৃত সাওয়াবের পুরস্কারস্বরূপ চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া জীবন
ঘনিষ্ঠ মৌলিক বার্তা ও গবেষণা
সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ
সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থিত আছে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত **মৌলিক শতবার্তা** বইয়ে।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহের কুফল

সাওয়াব ও গুনাহ মাপা সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া ধারণাসমূহের যে কুফল বর্তমান মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হলো–

১. অনেক মুসলিম বড়ো বড়ো গুনাহ করছে এবং ঐ গুনাহের ভরকে রহিত (Cancel) করে সাওয়াবের পাল্লা ভারী করার জন্য ছোটো সাওয়াবের কাজ বেশি বেশি করছে।

২. অসংখ্য মুসলিম কষ্টসাধ্য, বিপদ-সংকুল বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন বড়ো আমল ছেড়ে দিচ্ছে এবং সেগুলোর ভর পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অল্প ভরের তথা ছোটো সাওয়াবের কাজ বেশি বেশি পালন করছে।

৩. বিন্দু পরিমাণ তথা সামান্য ভরের নেক কাজের জন্যও মু'মিনরা একদিন চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে। তাই অনেক মুসলিম কষ্টকর বা বিপদ-সংকুল নেক আমল ছেড়ে দিচ্ছে বা আপাত মজাদার গুনাহের কাজ করছে এটি ভেবে যে, দুনিয়ার সুখ আগে ভোগ করে নেই। আর পরকালে ঐ গুনাহের জন্য জাহান্নাম খাটতে হলেও কিছুকাল পরেতো চিরকালের জন্য জান্নাত পাবোই।

৪. ওপরে বর্ণিত ধারণাসমূহের সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে দুনিয়ায় মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা তথা 'নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা' সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য এমন অনেক কাজের প্রয়োজন যা করতে প্রচুর কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বা যা করা বিপদ-সংকুল। অধিকাংশ মুসলিম ঐ ধরনের অনেক আমল বাদ রেখে তার ভর পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অল্প ভরের আমল তথা ছোটো সাওয়াবের কাজ বেশি বেশি পালন করছে।

একটি উদাহরণ– ধরা যাক মিথ্যা কথা বলা গুনাহটির ভর (ওজন) ১০০ কেজি। তাহলে আমল মাপার প্রচলিত ধারণা মতে কেউ যদি ১টি মিথ্যা কথা বলে তবে তার গুনাহের পাল্লায় ১০০ কেজি যোগ হবে। সুবহানাল্লাহ শব্দটিতে ৯টি অক্ষর আছে। সুবহানাল্লাহ কুরআনের একটি শব্দ। প্রচলিত কথা হলো কুরআন না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী। ১ নেকী সমান ১ কেজি সাওয়াব ধরলে ১০ নেকি সমান ১০ কেজি সাওয়াব। তাহলে ১বার সুবহানাল্লাহ পড়লে ব্যক্তির আমল নামায় ৯x১০=৯০ কেজি সাওয়াব যোগ হবে। আর ২বার সুবহানাল্লাহ পড়লে ব্যক্তির আমলনামায় তথা সাওয়াবের পাল্লায় ৯০x২=১৮০ কেজি সাওয়াব যোগ হবে। তাই মিথ্যা কথা বলার পর ব্যক্তি যদি ২বার সুবহানাল্লাহ পড়ে তবে তার সাওয়াবের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ফলে পরকালে ঐ মিথ্যা কথা বলার জন্য ব্যক্তিকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না।

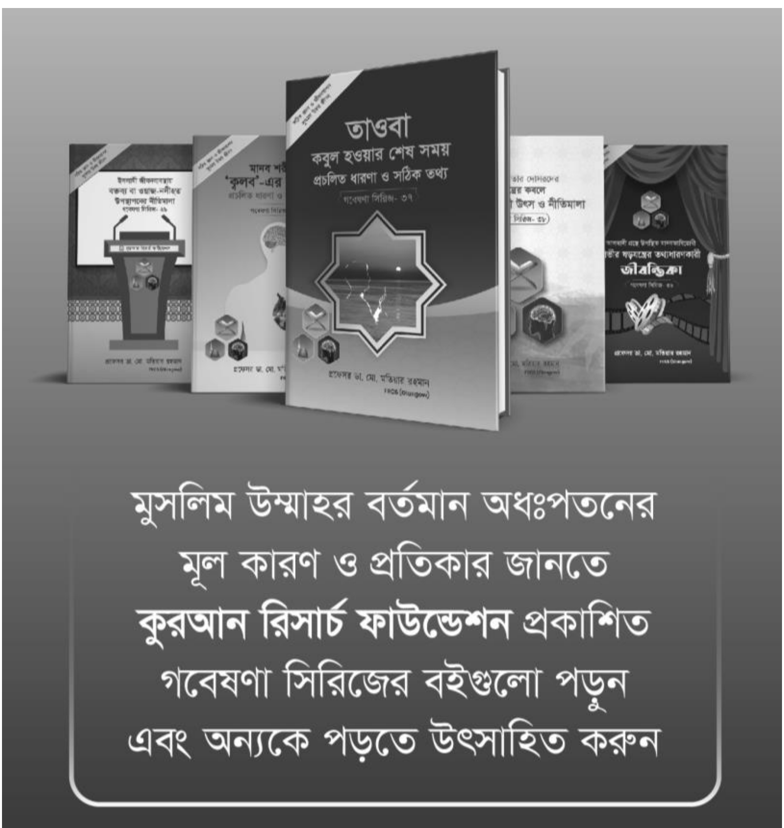

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী সাওয়াব ও গুনাহ মাপাসহ যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই আমরা এখন সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে Common sense তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় জানার চেষ্টা করবো।

মানুষ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মাপের যে সকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ও ব্যবহার করছে তার প্রধান তিনটি হলো–

১. ভরের ভিত্তিতে মাপা।
২. আয়তনের ভিত্তিতে মাপা।
৩. গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা।

বর্তমান বিশ্বে চালু থাকা মাপের এ তিন পদ্ধতির বিশেষ কিছু দিক–

ক. ভরের (Weight) ভিত্তিতে মাপার পদ্ধতির বিশেষ কিছু দিক

১. কঠিন (Solid) পদার্থ এ পদ্ধতিতে মাপা হয়।
২. কেজি, সের, স্টোন ইত্যাদি এ পদ্ধতির মাপের একক (Unit)।
৩. দাঁড়িপাল্লাসহ বিভিন্ন ধরনের মাপযন্ত্র (Weighing machine) দিয়ে এ মাপকার্য সম্পাদন করা হয়।
৪. যে জিনিসের ভর আছে সে জিনিস উপস্থিত থাকলে তার মাপের যোগফল কখনও শূন্য হবে না। শূন্যের ওপরের কোনো একটি সংখ্যা হবে।
৫. মাপের যোগফলের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হলে এ পদ্ধতিতে কঠিন জিনিসটি উপস্থিত থাকলে কিছু না কিছু পুরস্কার অবশ্যই মিলবে বা দিতে হবে।

খ. আয়তনের ভিত্তিতে মাপার পদ্ধতির বিশেষ কিছু দিক

১. তরল ও বায়বীয় পদার্থ এ পদ্ধতিতে মাপা হয়।
২. লিটার, সি. সি. ইত্যাদি এ পদ্ধতির মাপের একক।

৩. বিভিন্ন ধরনের মাপযন্ত্র দিয়ে এ মাপকার্য সম্পাদন করা হয়।

৪. যে জিনিসের আয়তন আছে সেটি উপস্থিত থাকলে তার মাপের যোগফল কখনও শূন্য হবে না। শূন্যের ওপরের কোনো একটি সংখ্যা হবে।

৫. মাপের যোগফলের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হলে এ পদ্ধতিতেও তরল ও বায়বীয় পদার্থটি উপস্থিত থাকলে কিছু না কিছু পুরস্কার অবশ্যই মিলবে বা দিতে হবে।

গ. গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার পদ্ধতির বিশেষ কিছু দিক

১. কাজ (আমল) এ পদ্ধতিতে মাপা হয়।

২. মৌলিকত্ব (Fundamental) ও অমৌলিকত্ব (Non fundamental) এ পদ্ধতির মাপের একক।

৩. এ পদ্ধতিতে কোনো কর্মকাণ্ডের মৌলিক বিষয়ের একটিও ভুল হলে বা বাদ গেলে–

- কর্মকাণ্ডটি সম্পূর্ণ (শতভাগ) ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির কৃত সকল সঠিক কাজের মাপের যোগফল শূন্য হয়ে যায়।
- কাজটির জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যায় না। বরং এতে জীবন, সময়, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি হয়।

৪. এ পদ্ধতিতে কোনো কর্মকাণ্ডের অমৌলিক বিষয়ের সবক'টিও ভুল হলে বা বাদ গেলে–

- কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটির সকল সঠিক কাজের মাপের যোগফল কখনও শূন্য হয় না।
- কাজটি করার জন্য পুরস্কার পাওয়া যায় তবে সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কিছু কম হয়।

দুটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে–

উদাহরণ-১

❑ অপারেশন (Operation) নামক কাজটি মাপার পদ্ধতি

অপারেশন করা চিকিৎসা বিদ্যার একটি কাজ (আমল)। তাই অপারেশন নামের কাজটি মাপা হয় গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়। আর এ মাপের একক হয় মৌলিকত্ব তথা মৌলিক ও অমৌলিক। একটি অপারেশনে যদি ১০টি মৌলিক ও ২০টি অমৌলিক বিষয় থাকে তবে ঐ অপারেশনটি মাপার চিরসত্য পদ্ধতি হলো–

ক. সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় সঠিকভাবে পালন করলে অপারেশনটি একশত ভাগ সফল হয় এবং তার সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়।

খ. একটি মৌলিক বিষয় বাদ রেখে বাকি ৯টি মৌলিক ও সকল অমৌলিক বিষয় করলেও অপারেশনটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে সম্পূর্ণ (শতভাগ) ব্যর্থ হয় এবং ঐ অপারেশনের কোনো সুফল পাওয়া যায় না। বরং তাতে মানুষের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

গ. সকল মৌলিক বিষয় করার পর একটি, কয়েকটি বা সকল অমৌলিক বিষয় পালন না করলেও অপারেশনটি সফল হয়, তবে তাতে সামান্য ঘাটতি থেকে যায়।

উদাহরণ-২

❑ দুনিয়ার বিচারালয়ে জীবন পরিচালনা নামক কাজটি মাপার পদ্ধতি

জীবন পরিচালনা নামক বিষয়টি একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড (আমল)। তাই দুনিয়ার বিচারের সময় জীবন পরিচালনা নামক কাজটি মাপা হয় গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়। আর এ মাপের একক ধরা হয় মৌলিকত্বকে তথা মৌলিক ও অমৌলিককে। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা এ আমলটির একটি মৌলিক নিষিদ্ধ (মৌলিক ভুল) কাজ। তাই কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে দুনিয়ার বিচারে তার জীবনে করা সকল ভালো কাজের মাপের ফল শূন্য ধরা হয় এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

♦♦ ইসলামে কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত পথে কোনো কাজ (আমল) করাকে সাওয়াব (নেকী) বলে এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী পথে কোনো কাজ করাকে গুনাহ (পাপ) বলে। অর্থাৎ সাওয়াব ও গুনাহ কোনো কঠিন, তরল বা বায়বীয় জিনিস নয়। সাওয়াব ও গুনাহ হলো কাজের (আমলের) বিভিন্ন রূপ। তাই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাবিত এবং বাস্তবে চালু থাকা মাপের পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে–

১. সাওয়াব ও গুনাহ মাপ হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

২. সে মাপের একক (Unit) হবে– মৌলিকত্ব তথা মৌলিক এবং অমৌলিক।

৩. ঐ মাপের নীতিমালা হবে–

   ক. পরকালে মানুষের আমলনামায় মৌলিক একটিও ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে–

- জীবনে করা সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব/নেকী) যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।
- জীবনে করা সাওয়াবের কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। বরং ঐভাবে কর্মকাণ্ডটি করায় জীবন, সময়, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি হওয়ায় শাস্তি পেতে হবে।

খ. আমলনামায় অনেক অমৌলিক ভুল (ছগীরা গুনাহ) থাকলেও–

- জীবন ব্যর্থ হবে না। অর্থাৎ জীবনে কৃত সঠিক কাজের (সাওয়াব) যোগফল শূন্য হবে না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবে।
- জীবনে কৃত সঠিক কাজের (সাওয়াব) জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কম হবে।

♣♣ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী বলা যায়, সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

২. সে মাপের একক (Unit) হবে– মৌলিকত্ব তথা মৌলিক এবং অমৌলিক।

৩. ঐ মাপের নীতিমালা হবে–

ক. পরকালে মানুষের আমলনামায় একটিও মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে–

- জীবনে করা সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব) যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।
- জীবনে করা সাওয়াবের কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। বরং ঐভাবে কর্মকাণ্ডটি করায় জীবন, সময়, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি হওয়ায় পরিপূর্ণরূপে শাস্তি পেতে হবে।

খ. আমলনামায় অনেক অমৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহ) থাকলেও–

- জীবন ব্যর্থ হবে না। অর্থাৎ জীবনে কৃত সঠিক কাজের (সাওয়াব/নেকী) যোগফল শূন্য হবে না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবে।
- জীবনে কৃত সঠিক কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কম হবে।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো– চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে হতে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে হতে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না।

আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী– একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে হতে ধারণা থাকা, ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কি? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো– Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া অন্যায় ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়।

এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ .

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কীভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

তথ্য-১

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। ... ...

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি?' অংশের ব্যাখ্যা– বাচন ভঙ্গিটির ধরন হলো তিরস্কারের। তাই আয়াতাংশে পৃথিবী ভ্রমণ না করার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণ না করা কবীরা (বড়ো) গুনাহ। আর ইতিবাচক করে বললে পৃথিবী ভ্রমণ করা বাধ্যতামূলক (ফরজ)। আর পৃথিবী ভ্রমণ করা বলতে শুধু বিদেশ ভ্রমণ করা বুঝায় না। পাশের গ্রামে যাওয়াও এক ধরনের পৃথিবী ভ্রমণ।

'তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে (কুরআন) বুঝতে পারতো' অংশের ব্যাখ্যা– এ কথার ব্যাখ্যা এটি নয় যে, পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন

দেশ বা স্থানের মানুষের কাছ থেকে সরাসরি কুরআন শেখা যায়। কারণ কুরআন শেখানোর জন্য আল্লাহর নিয়োগকৃত মানুষ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (স.) তখন মদিনায় উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জেনে ও দেখে মনে থাকা Common sense বিভিন্ন দিক দিয়ে উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআন পড়ে সহজে বুঝতে পারে।

'আর এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে (কুরআন) শুনতে পারতো' অংশের ব্যাখ্যা– পৃথিবী ভ্রমণ করলে উপর্যুক্তভাবে উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন ব্যক্তি কুরআন শুনে সহজে বুঝতে পারে।

তাই, আলোচ্য আয়াতাংশের শিক্ষা হলো– পৃথিবী ভ্রমণসহ যেকোনোভাবে অর্জন করা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত করতে পারলে আল কুরআন পড়ে বা শুনে সহজে বোঝা যায়।

বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া।
- Geographic channel দেখা।
- Discovery channel দেখা।

তথ্য-২

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجۡعَلۡ لَّـكُمۡ فُرۡقَانًا ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন ... ... (সুরা আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো–

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা।
২. বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখাসহ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা।
৩. দেশ ভ্রমণ করা।

আয়াতটি হতে জানা যায়– ওপরে উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়। তাহলে এ

সকল আয়াত হতে জানা যায়– ওপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense-কে যে যত উৎকর্ষিত করতে পারবে সে তত কুরআন (ও সুন্নাহ) ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির বিষয়ে Common sense-এর তথ্য (ইসলামের প্রাথমিক রায়) আমাদের মাথায় আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে (ও হাদীস) থাকা তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হবে। তবে একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু'একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। এ জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা দরকার।

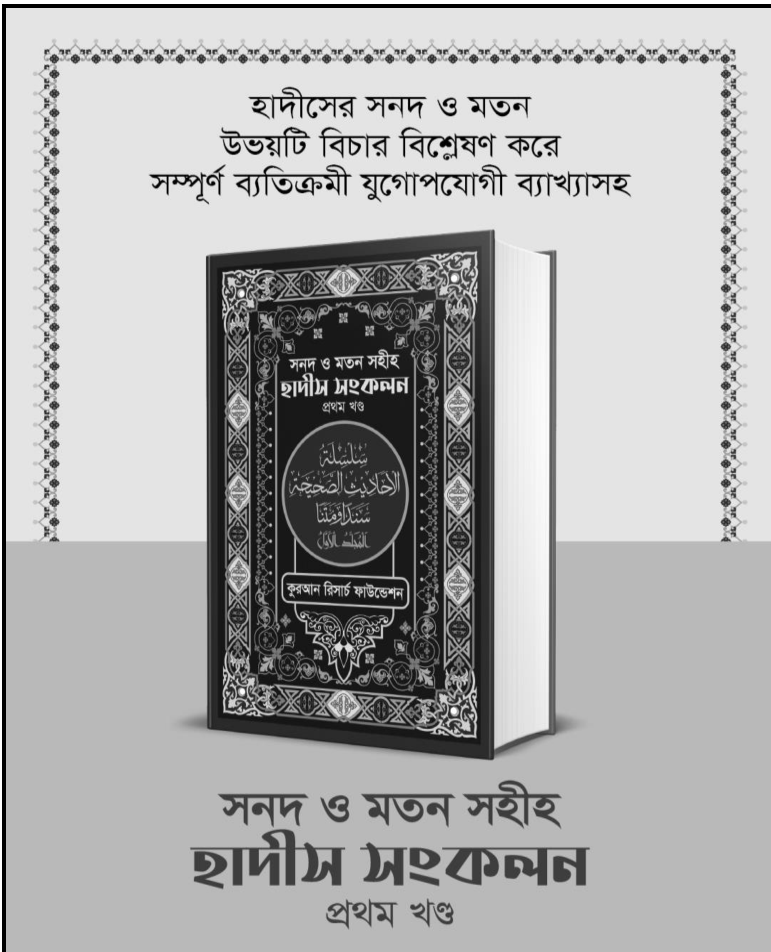

কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি

যার কোনো বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা নেই সে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের চূড়ান্ত রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্‌রূপ যেমন একজন সার্জারি চিকিৎসকের সার্জারির অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারির মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনের তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমানের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ হতে বহু দূরে। কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূলনীতিসমূহ হলো−

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৪. কুরআন বিরোধী কথা যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ হতে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। অর্থাৎ কুরআনের কোনো আয়াতের শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হয়নি বিষয়টি মনে রাখা।
৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।
৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আর কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান এবং অন্য ৮টি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো−

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল হতে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি– অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে এবং বোঝাতে পারবে সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৩৪) এবং 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বই দুটিতে।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির বিষয়ে Common sense-এর তথ্য (ইসলামের প্রাথমিক রায়) এবং কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন এ বিষয়ে আল কুরআনে কী কী তথ্য আছে তা খোঁজা এবং নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী সে তথ্য ব্যবহার করে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার চেষ্টা করা যাক।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানা বা বের করার উপায়সমূহ

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টিতে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আর যদি কুরআন ভিন্ন কিছু বলে তবে প্রাথমিক রায়কে বাদ দিয়ে ঐ বিষয়ের কুরআনের বক্তব্যকে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআনে যদি ঐ বিষয়ে কোনো তথ্য না থাকে তবে হাদীস পর্যালোচনা করে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তাই সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার জন্য আমাদের এখন কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করতে হবে।

কুরআন ও হাদীস হতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি যে সকল উপায়ে জানা বা বের করা যেতে পারে তা হলো–

ক. মাপের পদ্ধতি একক (Unit) ও মাপযন্ত্রের নাম সরাসরি জানার মাধ্যমে

কুরআন বা হাদীসে যদি সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্রের নাম সরাসরি উল্লেখ থাকে তবে সেটিই হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্র। অর্থাৎ কুরআন বা হাদীসে যদি সরাসরি বলা থাকে যে, সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে–

- ভর, আয়তন, গুরুত্ব বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে,
- কেজি, লিটার বা অন্য কোনো এককে,
- দাঁড়িপাল্লা বা অন্য কোনো মাপযন্ত্রের মাধ্যমে,

তবে সেটিই হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্র।

খ. মাপের যোগফলের ধরন জানার মাধ্যমে

১. কুরআন বা হাদীসে যদি দেখা যায়– আমলনামায় সাওয়াব থাকলে তার মাপের যোগফল সবসময় শূন্যের ওপরের কোনো সংখ্যা হয় তবে বুঝতে হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে।
কারণ, সত্য (বাস্তব) উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর চিরসত্য রায় হলো– ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে মাপা হলে যে

জিনিসের ভর বা আয়তন আছে তার মাপের যোগফল সবসময় শূন্যের ওপরের কোনো সংখ্যা হয়।

২. কুরআন বা হাদীসে যদি দেখা যায়– আমলনামায় সাওয়াব থাকার পরও তার মাপের যোগফল কখনও কখনও শূন্য হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

কারণ, সত্য (বাস্তব) উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর চিরসত্য রায় হলো– গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হলেই শুধু কোনো সঠিক জিনিস (সাওয়াব/নেকী) থাকার পরও মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকার জন্য তার মাপের যোগফল শূন্য হয়ে যায়।

গ. পুরস্কার ও শাস্তির ধরন জানার মাধ্যমে

১. কুরআন বা হাদীসে যদি দেখা যায় যে– পরকালে বিচার করে মু'মিনের জন্য পুরস্কার (জান্নাত) ও শাস্তির (জাহান্নাম) যে ঘোষণা দেওয়া হবে সেখানে একই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি উভয়টি আছে তাহলে বুঝতে হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে।

কারণ, সত্য (বাস্তব) উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর চিরসত্য রায় হলো– ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে মাপা পদ্ধতিতে সাওয়াব বা গুনাহ থাকলে তার পুরস্কার বা শাস্তি ব্যক্তি অবশ্যই পাবে।

২. কুরআন বা হাদীসে যদি দেখা যায় যে– পরকালে বিচার করে একজন মু'মিনের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির যে ঘোষণা দেওয়া হবে সেখানে শুধু পুরস্কার (চিরকাল জান্নাত) বা শুধু শাস্তি (চিরকাল জাহান্নাম) আছে তাহলে বুঝতে হবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

কারণ, সত্য (বাস্তব) উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর চিরসত্য রায় হলো– গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হলেই শুধু মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব) মাপের ফল শূন্য হয়ে যায়।

একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব অবশ্যই থাকে। তাই একজন মু'মিনের আমলনামায় থাকা সাওয়াবের জন্য পুরস্কার না পাওয়ার কারণ হলো মাপের পদ্ধতিটি হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা।

পদ্ধতি, একক বা মাপযন্ত্রের নাম জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

সাওয়াব ও গুনাহ কোন পদ্ধতিতে কী ধরনের এককের মাধ্যমে বা কী নামের যন্ত্রের মাধ্যমে মাপা হবে সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোনো তথ্য নেই। তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে মাপের পদ্ধতি, একক ও মাপযন্ত্রের নাম সরাসরি জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানার উপায় নেই। তবে কুরআনে থাকা 'কবীরা গুনাহ' ও 'সগীরা গুনাহ' নাম দুটির মাধ্যমে মৌলিক ও অমৌলিক গুনাহ তথা মৌলিক ও অমৌলিক এককের ধারণা পাওয়া যায়। তাই, ধরে নেওয়া যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

মাপের যোগফল জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আমরা এখন আল কুরআনে উপস্থিত তথ্য পর্যালোচনা করে আমলের যোগফল জানার ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল 'আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মদ/৪৭ : ২৫-২৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা হতে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৫ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা হতে পেছনের দিকে ফিরে যায় তারা শয়তানের নানা ধরনের ধোঁকা বা তথ্যসন্ত্রাসে পড়ে কাজটি করে।

'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো' অংশের ব্যাখ্যা– ২৬ নং আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে ২৫ নং আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো, কিছু ব্যাপারে কুরআনকে অনুসরণ করা আর কিছু ব্যাপারে শয়তানের বন্ধুদের (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। অর্থাৎ আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করা ও কিছু অনুসরণ না করা।

'তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে?' অংশের ব্যাখ্যা– ২৭ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে যারা আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করবে ও কিছু অনুসরণ করবে না তাদের মৃত্যুর সময়ে কী ঘটবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৮ নং আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল কুরআনের কিছু অনুসরণ না করা ও কিছু অনুসরণ করার অর্থ হলো–

১. আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা।
২. সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

'এজন্য তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যে মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করবে ও কিছু অনুসরণ করবে না তাদের সকল নেক আমল (ভালো কাজ) নিষ্ফল/শূন্য/ব্যর্থ হয়ে যাবে। এখান হতে জানা যায়– কুরআনের সকল মূল বিষয় মানব জীবনের মৌলিক বিষয়। মৌলিক বিষয় হলো সে বিষয় যার একটিও বাদ গেলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়টি শতভাগ ব্যর্থ হয়।

তাহলে এ আয়াতসমূহ হতে জানা যায়– কুরআন তথা ইসলামের একটিও মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটিও মৌলিক (কবীরা) গুনাহ করলে ব্যক্তির সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য হবে। অর্থৎ আমল/সাওয়াব মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-২

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ . فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ .

তুমি কি তাকে দেখেছো যে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে (কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? এ তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

(সুরা মাউন/১০৭ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া একটি কবীরা (মৌলিক) গুনাহ। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কথা বা কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাই, এ আয়াত হতে জানা যায়– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা (মৌলিক) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। আর তাই আয়াত দুটি অনুযায়ী, সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

তথ্য-৩

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা, যারা Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।

(সুরা আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া Common sense-কে সকল কিছু বিশেষ করে ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য যথাযথভাবে কাজে লাগানো

কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ঐ Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে লাগাবে না তাদেরকে আল্লাহ এখানে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ হলেই শুধু তাকে নিকৃষ্টতম পশুর সাথে তুলনা করা যায়।

তাই, মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন যে– ইসলামে একটি মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটি কবীরা গুনাহ করলে একজন মুমিনের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই আয়াত অনুযায়ী, সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

তথ্য-৪

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ .

নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে সকল স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়াদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

(সুরা বাকারা/২ : ১৫৯)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য জানার পর তা গোপন করা একটি কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরা অভিশাপ বর্ষণ করে তার পুরো জীবন ব্যর্থ। তাই, এ আয়াত থেকেও জানা যায় আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ (মৌলিক গুনাহ) থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও, সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

তথ্য-৫

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ . ...

আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং না আখিরাতে। ... ...

(সুরা নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– যারা লোক দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তাদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে।

একজন ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে গণ্য করার অর্থ হচ্ছে তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ তথা তার জীবনের সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব) যোগফল শূন্য (Zero) বলে গণ্য করা।

লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করা ইসলামী জীবন বিধানে একটি মৌলিক (কবীরা) গুনাহ। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকা ব্যক্তির সকল নেক আমলের (সাওয়াব) মাপের যোগফল শূন্য হবে। তাই আয়াত অনুযায়ীও, সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল এবং এ ধরনের অনেক আয়াতে উপস্থিত আমলের যোগফলের ধরনের ভিত্তিতে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

♣♣ তাহলে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে আমলের যোগফলের ধরনের ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যার জীবন শতভাগ ব্যর্থ। হাদীসটি হতে জানা যায় যে– মিথ্যা বললে, ওয়াদা ভঙ্গ করলে বা আমানাতের খিয়ানাত করলে একজন মু'মিনের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হয়।

মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানাতের খিয়ানাত করা কবীরা গুনাহ। তাই, হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– আমল তথা সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (এরপর ১ নং হাদীসটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য, অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সলাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيِ ... ... حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ

كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি বিশর ইবন খালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন : চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। আমানাতের খিয়ানত করা, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি করা।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৪

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৪

رُوِيَ فِيْ "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

♦ আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১৩২২২।

♦ হাদীসটির সনদ হাসান।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ১নং হাদীসটির অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের আরও হাদীস আছে। এ সকল হাদীসে উপস্থিত আমলের যোগফলের ধরনের ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

মাপের ভিত্তিতে দেওয়া পুরস্কার ও শাস্তির ধরন জানার মাধ্যমে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আমরা আল কুরআনে উপস্থিত পুরস্কার ও শাস্তির ধরন পর্যালোচনা করে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا . قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ
وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا . اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا .

বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই। বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(সুরা জ্বিন/৭২ : ২১, ২২, ২৩)

আয়াত ও আয়াতাংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

('হে নবী!) বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই' অংশের ব্যাখ্যা– ২১ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দেওয়া বিধান/প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে কাউকে কোনো ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রসুল মুহাম্মাদ (স.)-এর নেই।

'বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)' অংশের ব্যাখ্যা– ২২ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল (স.) আল্লাহর অবাধ্য হলে তথা কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহর শাস্তি হতে তাঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তবে তিনি অবশ্যই অবাধ্য হননি।

'কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)' অংশের ব্যাখ্যা– ২৩ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল (স.)-এর দায়িত্ব হলো–

- ক. আল্লাহর কাছ থেকে আসা কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- খ. কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া।

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৩ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. **রসুল (স.)–** কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে অবশ্যই তিনি অবাধ্য হননি।

২. **সাধারণ মানুষ–** কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতগুলো হতে জানা যায়– রসুল (স.) হোক বা সাধারণ মানুষ হোক পরকালে যার আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কারণ, তাদের সকল সাওয়াব শূন্য হয়ে যাবে। তাই, আয়াত তিনটি হতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-২

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ৯৩)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানুষ হত্যা করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই, আয়াতটি হতে জানা যায়– পরকালে যার আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ তার সকল সাওয়াব শূন্য হয়ে যাবে। আর তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৩

.. ... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ.

... ... অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ২নং তথ্যের আয়াতটির মতো ব্যাখ্যা করে অত্র আয়াতটির ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৪

وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوۡدَهٗ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَالِدًا فِيۡهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ .

আর যে ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ২নং তথ্যের আয়াতটির মতো ব্যাখ্যা করে অত্র আয়াতটির ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৫

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا كَبٰٓئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنۡكُمۡ سَیِّاٰتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُمۡ مُّدۡخَلًا كَرِیۡمًا .

যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা (বড়ো) গুনাহসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের অন্য মাত্রার (মধ্যম ও ছোটো) গুনাহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে সে জান্নাত পাবে না। অর্থাৎ তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কারণ, তার সকল সাওয়াব শূন্য হয়ে যাবে। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৬

فَمَاۤ اُوۡتِیۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَمَتَاعُ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَیۡرٌ وَّاَبۡقٰی لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَلٰی رَبِّهِمۡ یَتَوَكَّلُوۡنَ . وَالَّذِیۡنَ یَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوۡا هُمۡ یَغۡفِرُوۡنَ .

বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাত)। (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবিরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : ৫নং তথ্যের আয়াতটির অনুরূপ।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ধরনের বহু আয়াত আল কুরআনে আছে। এসব আয়াতে উপস্থিত পুরস্কার ও শাস্তির ধরনের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

♣♣ তাহলে ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে পুরস্কার ও শাস্তির ধরনের ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

আল-হাদীস

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব (রহ.) থেমে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাফে (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী! তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছো চিরদিন সেখানে থাকবে।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৩৬২
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ . وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবুল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ

করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬১৭৯
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطَبَرَانِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'المُعْجَمِ الأَوْسَطِ' حَدَّثَنَا أَحْمَد ... ... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَما بَعَثَنِي رَسُوْلَ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرَء اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ وَاَقَامَة لاَ ظَعَنُ فِيْ اَجْسَادٍ لاَ تَمُوْتَ

ইমাম ত্বাবারানী (রহ.) মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুজাম' গ্রন্থে লিখেছেন– মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (স.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন– হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে রসূল (স.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

- তাবারানী, হাদীস নং- ১৬৫১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطَبَرَانِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'المُعْجَمِ الأَوْسَطِ' حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي ... ... عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو قيل لأهل النار : إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بها ولو قيل لأهل الجنة : إنكم ماكثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا لحزنوا [ولكن جعل لهم الأبد].

ইমাম আত-ত্বাবারানী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক ইবন খালিয়াহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মু'জামুল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

♦ হাদীসটি–
   ১. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-১০৩৮৪
   ২. ইমাম সুয়ূতী 'আল-জামিউস সগীরে' বর্ণনা করেছেন।
   ৩. ইমাম আল হাইছামী 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
   ৪. তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।

♦ হাদীসটির মতন কুরআন ও আকলের সাথে সঙ্গতিশীল।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

হাদীসগুলো হতে জানা যায়– জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনগণকে চিরকাল সেখানে থাকবে। জাহান্নামে যেতে হবে কবীরা গুনাহর (বড়ো অপরাধ) কারণে। অন্যদিকে মু'মিনদের আমলনামায় কিছু নেক আমল অবশ্যই থাকবে। তাই, জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনগণ তাদের নেক আমলের কোনো পুরস্কার পাবে না। শাস্তির এ ধরন হতে বুঝা যায়– আমল (সাওয়াব ও গুনাহ) মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

হাদীস-২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার অনিষ্ট/ক্ষতি (কবীরা গুনাহ) হতে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৮১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ... ...

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবন আম্মার (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মদ খোর (কবীরা গুনাহ) ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৫০১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ... ... ... فَقَالَ

حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

ইমাম বুখারী (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ নুআইম (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– গীবত/নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৫৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ... ... ...

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) যুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন বুকাইরি (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– যুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী (কবীরা গুনাহ) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৯৮৪

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُد ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ...

... ... عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ.

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হারিসা ইবনু ওয়াহব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বাকর ও উসমান ইবন শায়বা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– হারিসা ইবনু ওয়াহব (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জাওয়ায ও জা'যারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অসভ্য (ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যালাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী তথা কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিগণ) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

♦ আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৪৮০৩।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের বহু হাদীস আছে। হাদীসসমূহ হতে জানা যায়– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনগণ জান্নাত পাবে না। তাহলে তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। অর্থাৎ ঐ মু'মিনগণ তাদের কৃত সাওয়াবের কোনো পুরস্কার পাবে না। এ অবস্থা হতে পারে সাওয়াব ও গুনাহ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলে। তাই এ সকল হাদীসের আলোকে বলা যায়– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জের অনুষ্ঠানের শিক্ষা থেকে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি জানা

সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ মানুষের জন্য আল্লাহ ফরজ করেছেন। এই ইবাদাতসমূহের অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় হতে আল্লাহ মানুষকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তবে প্রয়োগ না করলে ঐ ইবাদাতসমূহ কবুল হয় না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৫) এবং 'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?' (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বই দুটিতে।

ঐ ইবাদাতসমূহ কবুল তথা সফল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে একটি বিধান হলো– ফরজ তথা মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে বা ভুল হলে সংশ্লিষ্ট ইবাদাতটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আর নফল অর্থাৎ অমৌলিক বিষয়ের সবগুলোও বাদ গেলেও সংশ্লিষ্ট ইবাদাতটি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

তাই, ঐ ইবাদাতসমূহ হতে দিতে চাওয়া একটি শিক্ষা হলো– কোনো আমলের মৌলিক (কবীরা) বিষয়ের একটিও বাদ গেলে বা ভুল হলে আমলটি আংশিক নয় বরং শতভাগই ব্যর্থ হবে। আর অমৌলিক বিষয়ের সবগুলোও বাদ গেলে আমলটি ব্যর্থ হবে না। তবে তাতে কিছুটা ত্রুটি থাকবে। এ নীতিটি হলো গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপের নীতি।

তাই, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতির বিষয়ে সামগ্রিক চূড়ান্ত তথ্য

এ পর্যন্ত আলোচনাকৃত বিষয়সমূহ হতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যে চূড়ান্ত তথ্য জানা যায় তা হলো–

১. সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা আয়তনের ভিত্তিতে নয়।

২. সে মাপের একক (Unit) হবে– মৌলিকত্ব তথা মৌলিক (কবীরা) এবং অমৌলিক (ছগীরা)।

৩. ঐ মাপের নীতিমালা হবে–

ক. পরকালে মানুষের আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ (মৌলিক ভুল) থাকলে–

- জীবনে করা সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব/নেকী) যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।
- জীবনে করা সাওয়াবের কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। বরং ঐভাবে কর্মকাণ্ডটি করায় জীবন, সময়, সম্পদ ইত্যাদির ক্ষতি হওয়ায় শাস্তি পেতে হবে।

খ. আমলনামায় অনেক ছোটো-খাটো (ছগীরা ও মধ্যম) গুনাহ (অমৌলিক ভুল) থাকলেও–

- জীবন ব্যর্থ হবে না। অর্থাৎ জীবনে কৃত সঠিক কাজের (সাওয়াব) যোগফল শূন্য হবে না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবে।
- জীবনে কৃত সঠিক কাজের (সাওয়াব) জন্য পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কম হবে।

যুগের জ্ঞানের আলোকে
সাওয়াব ও গুনাহ মাপার প্রকৃত পদ্ধতি

কুরআন ও হাদীসে আমল মাপা কথাটির চেয়ে আমল হিসাব করা কথাটি অনেক বেশি বার বলা হয়েছে। এমনকি শেষ বিচারের দিনকে হিসাবের দিন বলা হয়েছে। ২০টি সূরার ৩৭টি আয়াতে হিসাব কথাটি এসেছে।

আল কুরআনের ঐ তথ্যসমূহের কয়েকটি–

তথ্য-১

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ .

হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন।

(সুরা ইব্রাহীম/১৪ : ৪১)

তথ্য-২

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ .

নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই দিকে। অতঃপর তাদের (আমলের) হিসেব আমাদেরই দায়িত্বে।

(সুরা গাশিয়া/৮৮ : ২৫-২৬)

তথ্য-৩

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ .

আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

(সুরা রা'দ/১৩ : ২১)

তথ্য-৪

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.

আর তারা বলে, হে আমাদের রব! বিচারদিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য (শাস্তি) আমাদের দিয়ে দাও।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ১৬)

অন্যদিকে নেক আমলে কবীরা নয় ছগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। আর মন থেকে তাওবা করলে কবীরাগুনাহ সওয়াবে পরিবর্তিত হওয়ার বিষয়টি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৭-৭০)

যুগের জ্ঞানের আলোকে সাওয়াব ও গুনাহর হিসাব এবং সে হিসাব সংরক্ষণের মূল পদ্ধতি

বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি জটিল হিসাবও খুব সহজ ও অতি অল্প সময়ে সম্পাদন ও সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারে কোনো নাম্বার বা বিষয়কে যদি কেউ নাকচ (Delete) করতে চায় তবে Delete বোতামে চাপ দিলেই তা নাকচ হয়ে যায়। তবে নাম্বার বা বিষয়টি চিরতরে নাকচ হয়ে যায় না। রিসাইকেল বিনে তা জমা থাকে। কেউ যদি নাম্বার বা বিষয়টিকে আবার ফিরিয়ে আনতে চায় তবে পুনঃস্থাপন (Re-store) বোতামে চাপ দিলে তা আবার ফিরে আসে।

তাই, যুগের হিসাব এবং হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির ভিত্তিতে মানুষের কৃত আমলের হিসাব করা ও তা সংরক্ষণ করার পদ্ধতি যা হবে বলে ধারণা করা যায় তাহলো– আল্লাহ একটি অতিবড়ো (মেগা) কম্পিউটার বা ঐ জাতীয় কোনো যন্ত্র তৈরি করা আছে। ঐ যন্ত্রে ID নাম্বার (DNA নাম্বার) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জন্য আমলের হিসাব নামের একটি ফাইল খোলা আছে। ঐ যন্ত্রের মেমোরিতে মানুষের জীবনে যত ধরনের সাওয়াব ও গুনাহ সংঘটিত হতে পারে তা দেওয়া আছে এবং প্রতিটি আমলের মান অনুযায়ী মার্ক নির্ধারণ করা আছে।

আর ঐ যন্ত্রে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে এভাবে–

১. মানুষ যখন নেকী বা গুনাহ করবে তখন ঐ নেকী বা গুনাহর নির্ধারিত মার্ক তার হিসাব ফাইলে উঠে যাবে।
২. একটি নেক আমল করলে তার পূর্বে করা সকল ছোটো গুনাহ চিরতরে নাকচ হয়ে যাবে।
৩. একটি কবীরা (বড়ো) গুনাহ করলে ব্যক্তির পূর্বে করা সকল নেক আমল (সাওয়াব) নাকচ (Delete) হয়ে রিসাইকেল বিনে জমা হবে।
৪. ব্যক্তি যদি কবীরা গুনাহ করার পর যথাযথভাবে তাওবা করে তবে রিসাইকেল বিনে জমা থাকা সকল নেকী এবং কৃত গুনাহর

সমপরিমাণ নেকী তার হিসাব ফাইলের নেকীর অপশনে যোগ হয়ে যাবে।

৫. তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্ব পর্যন্ত।

৬. মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তাওবা করে কৃত কবীরা গুনাহ মাফ করে না নিলে সকল নেক আমল স্থায়ীভাবে নাকচ (Delete) হয়ে যাবে।

মানুষের তৈরি কম্পিউটারে বড়ো বড়ো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি অতিদ্রুত (সেকেন্ড বা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ) সময়ে হয়ে যায়। আল্লাহর তা'য়ালার তৈরি করা কম্পিউটারে সাওয়াব ও গুনাহ হিসাব আরও দ্রুত হবে। এ কথাটিই আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নগুলোসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে–

তথ্য-১

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

(সুরা ইব্রাহীম/১৪ : ৫১)

তথ্য-২

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

তাদের জন্য নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয়টিতে) অংশ রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা বাকারা/২ : ২০২)

তথ্য-৩

... ... وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

... ... আর যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করবে (তার জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ নিশ্চয় অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯)

তথ্য-৪

... ... اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

... ... এসব লোকদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯৯)

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত অসতর্ক ধারণার উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা

সাওয়াব ও গুনাহ মাপা এবং সে মাপের ভিত্তিতে জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়ার ব্যাপারে যে সকল অসতর্ক ধারণা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং যার জন্য মুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তার প্রধান দুটি উৎস হলো–

১. আল কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা।

২. কিছু বর্ণনা যা রসূল (স.)-এর হাদীস বলে চালু আছে।

এখন আমারা আল কুরআনের ঐ আয়াতসমূহ এবং হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ থাকা ঐ বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনা করবো–

যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা সাওয়াব ও গুনাহ মাপার বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে

এখন আমরা সে আয়াতগুলো পর্যালোচনা করবো যার অসতর্ক অর্থ সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি ও প্রচার হওয়ার বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

তথ্য-১.১

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ .
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ .

অসতর্ক অনুবাদ : অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পছন্দমত সুখে-শান্তিতে থাকবে (জান্নাতে থাকবে)। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া (জাহান্নাম)।

(সুরা আল ক্বারিয়া/১০১ : ৬-৯)

তথ্য-১.২

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ .

অসতর্ক অনুবাদ : সেদিন (আমল) ওজন করা হবে সত্য-সঠিক পন্থায়। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম হবে (জান্নাতে যাবে)। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (জাহান্নামে যাবে)। কেননা তারা আমার আয়াতের প্রতি জালিমদের মতো আচরণ করেছে।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ৮, ৯)

সম্মিলিত পর্যালোচনা : প্রধানত এ দুটি (বিশেষ করে প্রথম) আয়াতের অসতর্ক অনুবাদ হতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আর এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হলো– তথ্য দুটিতে থাকা مَوَازِيْنَ , ثَقُلَتْ ও خَفَّتْ শব্দ তিনটির সঠিক অর্থ না নেওয়া।

مَوَازِيْن শব্দের অর্থ : مَوَازِيْن শব্দের দুটি প্রধান অর্থ হলো–

১. মাপযন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা বা অন্য মাপযন্ত্র)।
২. যে জিনিসের আল্লাহর কাছে মূল্য আছে সে জিনিস তথা নেক আমল (সাওয়াব)।

ثَقُلَتْ শব্দের অর্থ : ثَقُلَتْ শব্দের দুটি প্রধান অর্থ হলো–

১. ভারী।
২. বেশি।

خَفَّتْ শব্দের অর্থ : خَفَّتْ শব্দের দুটি প্রধান অর্থ হলো–

১. হাল্কা।
২. কম বা শূন্য।

কুরআন তাফসীরের নীতিমালা অনুযায়ী শব্দ তিনটির সে অর্থ নিতে হবে যা নিলে আয়াতগুলো হতে বের হয়ে আসা তথ্য অন্য আয়াতের সম্পূরক হবে। বিরোধী হবে না।

مَوَازِيْن শব্দের অর্থ দাঁড়িপাল্লা, ثَقُلَتْ শব্দের অর্থ ভারী এবং خَفَّتْ শব্দের অর্থ হাল্কা ধরলে সহজে বোঝা যায় সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে।

তাই, শব্দ তিনটির এ অর্থ ধরলে আয়াত দুটি হতে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

১. যার বড়ো-ছোটো (কবীরা-ছগীরা) সকল সাওয়াব উঠানো পাল্লা বড়ো-ছোটো সকল গুনাহ উঠানো পাল্লার চেয়ে অধিক ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে।
২. যার বড়ো-ছোটো (কবীরা-ছগীরা) সকল সাওয়াব উঠানো পাল্লা বড়ো-ছোটো সকল গুনাহ উঠানো পাল্লার চেয়ে হাল্কা হবে, সে প্রথমে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর গুনার শাস্তি ভোগ করে কৃত সাওয়াবের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

এ তথ্য পূর্বে উপস্থাপিত কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে পরকালে আমলনামায় একটিমাত্র বড়ো (কবীরা) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির কৃত সকল সঠিক কাজের (সাওয়াব) যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই আয়াত দুটিতে থাকা مَوَازِيْن শব্দের অর্থ দাঁড়িপাল্লা, ثَقُلَتْ শব্দের অর্থ ভারী এবং خَفَّتْ শব্দের অর্থ হাল্কা ধরা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অন্য দিকে مَوَازِيْن শব্দের অর্থ সাওয়াব (নেকী), ثَقُلَتْ শব্দের অর্থ বেশি এবং خَفَّتْ শব্দের অর্থ কম (শূন্য) ধরলে আয়াত দুটি হতে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

১. যার বড়ো-ছোটো (কবীরা-ছগিরা) সাওয়াবের (মার্কের) যোগফল বেশি হবে সে জান্নাতে যাবে।
২. যার বড়ো-ছোটো (কবীরা-ছগিরা) সাওয়াবের (মার্কের) যোগফল শূন্য হবে সে জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

এ তথ্য পূর্বে উপস্থাপন করা কুরআনের সকল আয়াতের সম্পূরক হয় এবং কোনো আয়াতের বিরোধী হয় না। তাই এটি গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ ধরণের আয়াতে থাকা خَفَّتْ শব্দের অর্থ শূন্য হওয়ার প্রমাণ হলো নিম্নের আয়াতটি–

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ .

অতঃপর যাদের নেকী বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেকী শূন্য হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : একজন মু'মিন জীবনে কোনো নেক আমল করেনি এটি হতে পারে না। তাই একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব (নেকী) অবশ্যই থাকবে।

আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে যার সাওয়াবের পরিমাণ خَفَّتْ হবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। একজন মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার কারণ মাত্র দুটি হতে পারে–

১. সে জীবনে কোনো নেক আমল করেনি।
২. মাপের পদ্ধতির নীতিমালা অনুযায়ী তার আমলনামায় থাকা সাওয়াবের (নেক আমল) যোগফল শূন্য হয়ে গেছে।

মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামে থাকার কারণ **১**নং বিষয়টি হতে পারে না। তাই সে কারণ হবে **২**নং বিষয়টি। অর্থাৎ মাপের পদ্ধতির নীতিমালা অনুযায়ী তার আমলনামায় থাকা সাওয়াবের (নেক আমল) যোগফল শূন্য হয়ে গেছে।

তাই আয়াতটির বক্তব্য তথা মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার বিষয়টি যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে শুধু–

১. আয়াতটিতে থাকা خَفَّتْ শব্দের অর্থ শূন্য হলে।
২. সাওয়াব ও গুনাহ গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা হলে।
কারণ, গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলেই শুধু একটি কবীরা (বড়ো/ মৌলিক) গুনাহ থাকলে আমলনামায় থাকা সকল সাওয়াবের যোগফল শূন্য হয়ে যায়। ফলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হয়।

তাই এ তথ্যের আয়াতগুলোর সঠিক অনুবাদ হবে নিম্নরূপ–

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ . فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ . وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ . فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ .

সঠিক অনুবাদ : তখন যার নেকী (হিসাব/গণনায়) অধিক হবে। সে থাকবে সুখী জীবনে (জান্নাতে)। আর যার নেকী (হিসাব/গণনায়) কম (শূন্য) হবে। তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।

(সুরা আল-ক্বারিয়া/১০১ : ৬-৯)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ .

সঠিক অনুবাদ : আর সেদিন পরিমাপ করা হবে সত্য-সঠিক (পন্থায়)। অতঃপর যাদের নেকীর পরিমাণ বেশি হবে তারা সফলকাম হবে। আর যাদের নেকীর পরিমাণ শূন্য হবে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কেননা তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি জুলুম করতো। (সুরা আ'রাফ/৭ : ৮, ৯)

♣♣ তাই এ তথ্যের আয়াতগুলোর শিক্ষা হবে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায় নয়।

তথ্য-২

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা যিলযাল/৯৯ : ৭, ৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির অসতর্ক ব্যাখ্যা হতে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ধারণা হলো– পরকালে আমলনামায় সামান্য (বিন্দু) পরিমাণ সাওয়াব থাকলে মু'মিন ব্যক্তি তার পুরস্কার পাবে। আবার সামান্য (বিন্দু) পরিমাণ গুনাহ থাকলে তার শাস্তি পেতে হবে।

আর এ অসতর্ক ধারণার ওপর ভিত্তি করে চালু হয়েছে– মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু সাওয়াব ও কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহের জন্য কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তারপর সাওয়াবের পুরস্কার স্বরূপ চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

সামান্য (বিন্দু) পরিমাণ সাওয়াবের জন্য পুরস্কার এবং সামান্য (বিন্দু) পরিমাণ গুনাহর জন্য শাস্তি পাওয়া যথাযথ হবে সাওয়াব ও গুনাহ ভরের ভিত্তিতে মাপা হলে। তাই, আয়াত দুটির প্রচলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে সাওয়াব ও গুনাহ ভরের ভিত্তিতে মাপা হবে।

অসতর্ক ব্যাখ্যা যে কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না

আয়াত দুটির অসতর্ক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হলো– এটি পূর্বে উল্লিখিত অনেক আয়াত, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আয়াত দুটির অসতর্ক ব্যাখ্যা করার কারণ

VIDEO ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ায় আগ পর্যন্ত আমল (কাজ) সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর আবার তা দেখানো যায় এ বিষয়টি মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই, অতীতের তাফসীরবিদগণ অণু পরিমাণের সৎ ও অসৎ কাজ পরকালে দেখানো হবে কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারেননি বলে ধরে নেওয়া যায়। এটি তাদের ইচ্ছাকৃত ভুল নয়। এটি সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে তাদের করা অনিচ্ছাকৃত ভুল।

আয়াত দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

পূর্বে উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর সকল তথ্য ও মানুষের বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোচ্য আয়াত দুটির সঠিক ব্যাখ্যা হবে এরূপ–

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মানুষের প্রকাশ্য বা গোপনে করা সকল কাজের ভিডিও রেকর্ড করে রাখছেন। পরকালে তিনি কর্ম অনুযায়ী বিচার করে মানুষকে যে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন সে বিচারের রায়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় না থাকে সে জন্য মানুষকে তাদের দুনিয়ার কৃতকর্মের VIDEO রেকর্ড দেখানো হবে। ঐ রেকর্ডে মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণেরও সৎ বা অসৎ আমল দেখতে পাবে।

আল কুরআনের অন্য যেসকল স্থানে একইভাবে বিন্দু পরিমাণ আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও ঐ আমলের জন্য পুরস্কার বা শাস্তির বিষয়টি না বলে তা মানুষকে জানানো, দেখানো বা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কথাই বলা হয়েছে।

যেমন–

... ... وَاِنۡ كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ اَتَيۡنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيۡنَ.

আর 'আমল যদি দানা পরিমাণেরও হয় তবু আমরা তাসহ উপস্থিত করবো। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ৪৭)

♣♣ তাই এ আয়াত দুটি (সুরা যিলযাল/৯৯ : ৭ ও ৮) হতে সাওয়াব বা গুনাহ মাপের পদ্ধতি এবং তার ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার নীতিমালা বের করার কোনো সুযোগ নেই।

কিছু বর্ণনা বা ব্যাখ্যা যা রসুল (স.)-এর হাদীস বলে চালু আছে এবং সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতির বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

প্রচলিত অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলী বিন হাফস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্য) ঘোড়া আবদ্ধ রাখে (লালন-পালন করে) কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার খাবার ও পানীয়, গোবর ও পেশাব, **ঐ ব্যক্তির (আমল) মাপের দাঁড়িপাল্লায় ওজন দেওয়া হবে**।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৬৯৮।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

প্রকৃত অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলী বিন হাফস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে (ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্য) ঘোড়া আবদ্ধ রাখে (লালন-পালন করে) কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার খাবার ও পানীয়, গোবর ও পেশাব, **ঐ ব্যক্তির আমল মাপের আওতায় আনা হবে**।

হাদীস (হাদীসগুচ্ছ)-২

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ আছে যার বক্তব্য হতে জানা যায়– গুনাহগার মু'মিন ব্যক্তিরা আমলনামায় থাকা গুনাহের জন্য কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর কৃত সাওয়াবের পুরস্কার স্বরূপ কোনো না কোনোভাবে জাহান্নাম হতে বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

এ হাদীসসমূহ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায়। কারণ, ভরের ভিত্তিতে মাপলেই শুধু আমলনামায় থাকা বিন্দু পরিমাণ সাওয়াবের জন্য পুরস্কার পাওয়া যায় এবং বিন্দু পরিমাণ গুনাহ থাকলে শাস্তি পেতে হয়।

তাই, ঐ হাদীসগুলোও পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ ভরের ভিত্তিতে মাপা হবে ধারণা সৃষ্টি করার পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখছে। ঐ হাদীসের কয়েকটি নিম্নরূপ–

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ " هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا ". قُلْنَا لاَ. قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا ـ ثُمَّ قَالَ ـ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا

يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ـ قَالَ ـ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ " مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ، لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، **فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا.** فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ** فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا**، فَيُلْقَوْنَ فِي

نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ".

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম– ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবো কি? তিনি বললেন– মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সুর্য দেখতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন– সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ছাড়া যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক।

সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন করো। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশ্যই সেখানে থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা, নেককার ও গুনাহগার সবাই। আর আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে।

অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মতো। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র (আ.)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। কারণ আল্লাহর কোনো স্ত্রীও নেই এবং নেই তার কোনো সন্তান। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান করো। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কোনো স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান করো। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগণ। তাদের নেককার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণা দিতে শুনেছি যে যারা যাদের ইবাদত করতো তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য।

নবী সা. বলেন– এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিল। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তার স্থানে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোনো আলামত আছে কি? তারা বলবে– পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেওয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মতো শক্ত হয়ে যাবে।

এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের ওপর। সাহাবীগণ আরজ করলেন, সে পুলটি কী ধরনের হবে ইয়া রাসুলুল্লাহ? তিনি বললেন– দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো। কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তি প্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন,

আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যাক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোনো রকমে পার হয়ে আসবে।

বর্তমানে তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে (কেমন কঠোর হবে) তা তোমাদের কাছে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতো, রোযা পালন করতো, নেক কাজ করতো?

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলীর অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে **অণু পরিমাণ ঈমান** পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন– তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড়ো– আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর অণু পরিমাণ পূণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)।

তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন– এখন একমাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট রয়েছে। **তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন দলসমূহকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে**। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপার্শ্বে এমনভাবে উদ্ভুত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় নীচ থেকে তৃণ উদ্ভুত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মতো বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা

যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত **যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন**। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হবে– তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরও সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০০১
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٍ ... ... حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ. قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ. قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ

كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللّٰهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِى صُورَتِهِ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ **فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلّٰهِ فِى اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِى النَّارِ** يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ.

فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ** عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ **الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ** ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ رِضَايَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ সাঈদ আল-খুদুরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর যুগে কতিপয় লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামাত দিবসে আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– হ্যাঁ! তিনি আরও বললেন, দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? চন্দ্রের চৌদ্দ তারিখে মেঘমুক্ত অবস্থায় চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা হয় না। নবী সা. বললেন– ঠিক তদ্রূপ কিয়ামাত দিবসে তোমাদের বারাকাতময় মহামহিম রবকে দেখতে কোনোই কষ্ট অনুভব হবে না যেমন চাঁদ ও সূর্য দেখতে কষ্ট অনুভব করো না।

সে দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, 'যে যার উপাসনা করতো সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য যেসব দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার বেদীর উপাসনা করতো তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ বা অসৎ হোক যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করতো তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের (যারা দেব-দেবী ও বেদীর উপাসক ছিল না তারাও বাকী থাকবে)।

এরপর ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র 'উযায়র-এর। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের খুবই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এরপর খ্রিষ্টানদের ডাকা হবে, বলা হবে– তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র মাসীহ-এর (ঈসার) উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ পিপাসা পেয়েছে, আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাবার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে জমায়েত করা হবে। এটিকে মরীচিকার মতো মনে হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন

পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নেবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।

শেষে সৎ বা অসৎ হোক এক আল্লাহর উপাসনাকারী ছাড়া আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা পরিচিত আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছো? তারা বলবে, হে আমাদের রব! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম সে দুনিয়াতেই আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের রব। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এ কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহর বলবেন– আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাঁকে তোমরা চিনতে পার? তারা বলবে অবশ্যই আছে। এরপর পায়ের 'সাক' (গোছা) উন্মোচিত হবে। তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো, সে মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহর সেজদা করার অনুমতি দেবেন এবং তারা সবাই সেজদাবনত হয়ে পড়বে। আর যে কারো ভয়-ভীতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য সেজদা করতো তার মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেওয়া হবে। যখনই তারা সেজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে।

অতঃপর তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং তিনি তাঁর আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অতঃপর বলবেন– আমি তোমাদের রব, তারা বলবে– হ্যাঁ! আপনি আমাদের রব। তারপর জাহান্নামের ওপর "জাস্‌র" (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেওয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! "জাস্‌র" কী? রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন– এটি এমন স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নাজ্‌দের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো। মু'মিনগণের কেউ তো এ পথ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ উত্তম অশ্ব গতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ তো অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আর কেউ তো হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন– সে সত্তার কসম! **যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ দিন মু'মিনগণ তাদের জাহান্নামে রয়ে**

যাওয়া ভাইদের স্বার্থে আল্লাহর সাথে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও তোমরা তেমন বিতর্কে লিপ্ত হও না। তারা বলবে– হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সলাত আদায় করতো, হাজ্জ করতো। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে– যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো।

উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল ‘আজাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাদেরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না।) মু’মিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দেবে। উদ্ধার শেষ করে মু’মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার মনে এক দীনার পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকে উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ **খায়ের (ঈমান)** অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে **অণু পরিমাণ খায়ের (ঈমান)** বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! **খায়ের থাকা (ঈমান থাকা) কাউকে আর রেখে আসিনি**।

সাহাবা আবূ সা’ঈদ আল খুদরী (রা.) বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পার– “আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর কাছ হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন”।

(সুরা আন্ নিসা/ ৪ : ৪০)

এরপর আল্লাহ তা’আলা বলবেন– ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু’মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রাহিমীন– পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। **এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনও কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে।** পরে তাদেরকে

জান্নাতের প্রবেশ মুখের ‘নাহরুল হায়াতে’ ফেলে দেওয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রসূলুল্লাহ্ সা. বললেন) তোমরা কি কোনো বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সহাবাগণ বললেন– হে আল্লহর রসূল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন– এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হবে ‘উতাকাউদল্লাহ’– আল্লহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লহর তা'য়ালা **সৎকাজ ও খায়ের (ঈমান)** ছাড়াই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

এরপর আল্লহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন– যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। আর যা কিছু দেখছো সব কিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এত দিয়েছেন যা সৃষ্টিজগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন– তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কী সে উত্তম বস্তু? আল্লাহ বলবেন– সে হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবো না।

♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৭২

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... ... عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ ـ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ

هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ـ ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ **حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ". وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.)-এর থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করতো, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো।

তখন তারা সকলেই আদম (আ.)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন; তারা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ প্রথম রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহীম

(আ.)-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তার কাছে যাবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ.)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে চলে যাও।

তারা তার কাছে যাবে। তখন তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে চলে যাও। তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবো তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল করো, তোমাকে দেওয়া হবে। বলো, তোমার কথা শ্রবণ করা হচ্ছে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করবো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি পূর্বের মতো পুনরায় তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাবো। **অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যাদের জাহান্নাম অবস্থান স্থায়ী তারা ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে থাকবে না। কাতাদা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।**

♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬১৯৭

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ... ... ...
عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ

اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ـ ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ (لِي) فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي ـ مِثْلَهُ ـ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ (ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ **فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ** ".

ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন– কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ.)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতা দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার

রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজে আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। এবং তিনি বলবেন– তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে যাও। তিনই প্রথম রসূল যাকে আল্লাহ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন।

তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয় যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের কাছে লজ্জাবোধ করবেন।

তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ.)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং আল্লাহর বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাবো এবং অনুমতি চাবো, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখবো, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চান আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। তারপর সুপারিশ করবো। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

আমি পুনরায় রবের কাছে ফিরে আসবো। যখন আমি আমার রবকে দেখবো তখন পূর্বের মতো সব কিছু করবো। তারপর আমি সুপারিশ করবো। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাবো। আমি আবার রবের কাছে উপস্থিত হয়ে

অনুরূপ করবো। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং আরজ করবো **এখন কেবল তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের ওপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।**

♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪২০৬

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ **فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

ইমাম মুসলিম (রহ.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন– কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের একত্রিত করবেন। ফলে তারা সেটাকে অতি সঙ্কটময় মনে করবে। বর্ণনাকারী অব্যবহিত পূর্বের হাদীস তিনটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তারপর আমি বলবো, হে রব! আর কেউ অবশিষ্ট নেই। **কেবল তারাই আছে যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।**

♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৯৭

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসগুলোর পর্যালোচনা

উল্লিখিত হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) পূর্বে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত। তাই, সহজেই বলা যায় এ ধরনের কথা রসূল (স.)-এর কথা তথা রসূল (স.)-এর হাদীস অবশ্যই হতে পারে না।

তবে প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী এ হাদীসগুলো সহীহ হাদীস হতে পারে। কারণ, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতন তথা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণ তাদের জ্ঞাতসারে কুরআন, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত এ সকল কথা রসূল (স.)-এর হাদীস হিসেবে তাদের গ্রন্থে লিখে রেখেছেন বলে আমাদের মনে হয় না।

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেন– হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য, পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।
(হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ বর্ণনাগুলো বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণের অজান্তে বা ইন্তেকালের পর তাদের গ্রন্থে লিখে রাখা হয়েছে। আর তাই এ হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি নির্ণয় করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

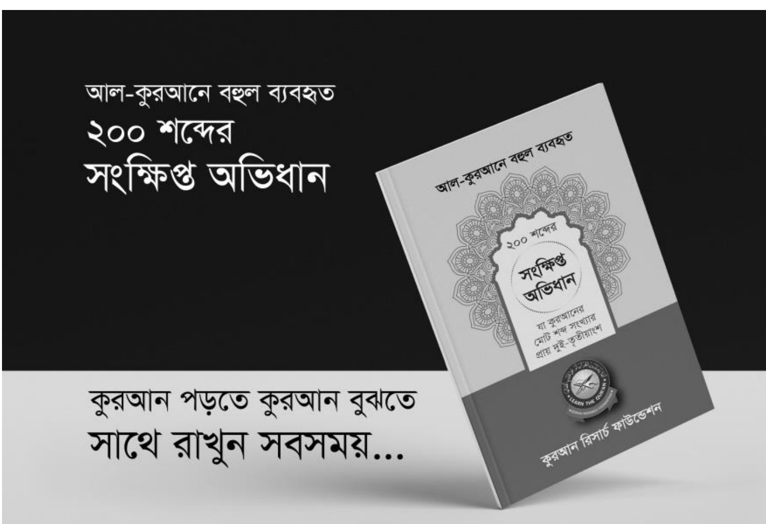

শেষ কথা

সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কথা এবং এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য পুস্তিকাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো জানার পর যে কোনো সচেতন পাঠকই সহজে বুঝতে পারবেন– সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি এবং সে মাপের ফলাফল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার নীতিমালা সম্পর্কে মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু থাকা ধারণার সাথে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের কোনো মিল নেই। আর চালু থাকা ঐ ভুল ধারণার যে প্রতিফলন মুসলিমদের আমলে দেখা যায়, তা জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে সেটি বুঝাও কঠিন নয়। তাই বিষয়গুলো জানার পর আমাদের সকলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, বিষয়টি অপরকে জানানো। এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করলে আমাদের সকলকেই পরকালে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে আমরা সকলেই যদি এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসি, তবে আশা করা যায়, জ্ঞান ও আমলের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে চরমভাবে অধঃপতিত মুসলিম জাতির সদস্যরা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের হারিয়ে যাওয়া স্থান আবার ফিরে পাবে।

মানুষ মাত্রেই ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক মু'মিন ভাই ও বোনের কাছে অনুরোধ– পুস্তিকায় কোনো ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যসহ আমাকে জানাবেন। সঠিক হলে তা পরবর্তী সংস্করণে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহ্গ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)

২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)

৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

৪. শতবার্তা

(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)

১. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

➢ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

➢ **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

➢ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

➢ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬

➢ **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

➢ **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২

- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬
- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ চট্টগ্রাম

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী**, দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী**, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী**, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

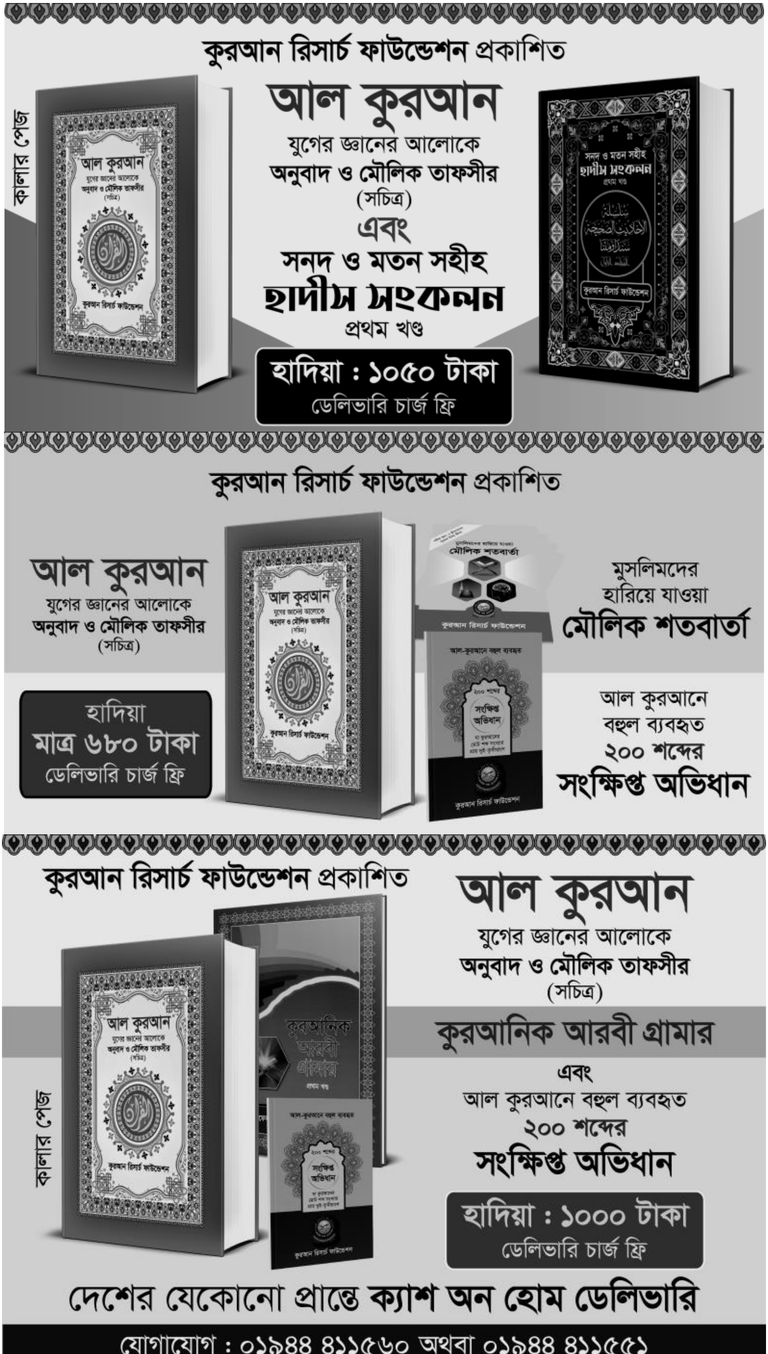
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
এবং
সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড
হাদিয়া : ১০৫০ টাকা
ডেলিভারি চার্জ ফ্রি
কালার পেজ
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
হাদিয়া
মাত্র ৬৮০ টাকা
ডেলিভারি চার্জ ফ্রি
মুসলিমদের
হারিয়ে যাওয়া
মৌলিক শতবার্তা
আল কুরআনে
বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
কুরআনিক আরবী গ্রামার
এবং
আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান
হাদিয়া : ১০০০ টাকা
ডেলিভারি চার্জ ফ্রি
কালার পেজ
দেশের যেকোনো প্রান্তে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি
যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১